তরুণদেরই আগামী দিনের শিক্ষকতায় নেতৃত্ব নিতে হবে

৩০ অক্টোবর ২০১৯ ০০:০০
আপডেট: ৩০ অক্টোবর ২০১৯ ০০:৫১

গত ৫ অক্টোবর বিশ্ব শিক্ষক দিবস পালিত হলো এবং ইউনেস্কো এ বছর দিবসটির প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করেছে তরুণ শিক্ষকরাই পেশার ভবিষ্যৎ। একই সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটি একটি তথ্যবহুল ধারণাপত্রও প্রকাশ করেছে, যার সিংহভাগজুড়ে রয়েছে বিশ্বব্যাপী শিক্ষাব্যবস্থার অব্যাহত ক্ষয় রোধে নতুন শক্তি ও উদ্যম কাজে লাগানোর প্রসঙ্গ। এই উক্তি থেকে এটা উদ্ভাসিত হয়েছে যে, পুরনো ধারণা-চিন্তাচেতনা তথা সীমাবদ্ধতা থেকে উত্তরণের শিক্ষায় তরুণদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা এবং এ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো মনে করে আগামী দশকে বিপুলসংখ্যক শিক্ষকের অবসরে যাওয়ার কথা থাকলেও তাদের স্থান পূরণে তরুণদের কোনো আগ্রহ এখন পর্যন্ত পরিলক্ষিত নয়। অথচ ২০৩০ সালের মধ্যে ৬ লাখ ৯০ হাজারের বেশি শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া না হলে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) পূরণ সম্ভব হবে না এবং সে জন্য ৪ লাখ ৮০ হাজার নতুন শিক্ষক নিয়োগের কোনো বিকল্প নেই। কিন্তু নতুন শিক্ষক যে শিক্ষকতায় আসতে আগ্রহী হবে তার নিশ্চয়তা কোথায়? এসডিজির প্রত্যাশা পূরণে ও লক্ষ্যমাত্রার সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের শিক্ষকতায় যোগদানের আগ্রহ বৃদ্ধি ও অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি না হলে বিরাজিত শিক্ষক স্বল্পতা ও শিক্ষার সৃজনশীল বৈচিত্র্যপূর্ণ দক্ষতার সংকট মোচনে কোনো বিকল্প নেই। যা উপলব্ধি করেই নির্ধারিত হয়েছে শিক্ষক দিবসের এ বছরের প্রতিপাদ্য (উৎস : অধ্যাপক কাজী ফারুক আহমেদ, শিক্ষা সংগঠক, বাংলাদেশ)।

দেশে-বিদেশে বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তরুণ সমাজের শিক্ষকতায় তেমন কোনো আগ্রহ পরিলক্ষিত হয় না এবং এমনকি যারা এ পেশায় নিয়োজিত রয়েছেন তারাও ছেড়ে দিতে আগ্রহী। ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব টিচার্সের এক জরিপে দেখা যায়, যুক্তরাজ্যে কাজের অনুপাতে বেতন কম হওয়ার কারণে ৩৫ বছরের নিচে প্রায় অর্ধেক শিক্ষক আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে শিক্ষকতা ছেড়ে দিতে পারেন বলে আভাস দেওয়া হয়েছে। ইউনেস্কো কর্তৃক বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৯ উপলক্ষে প্রকাশিত ধারণাপত্রে উল্লেখিত হয়েছে,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় একচল্লিশ শতাংশ প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকরা পেশায় যোগদানের ৫ বছরের মধ্যে তা ত্যাগ করেন। বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬৬ শতাংশ যুবক যাদের মধ্যে উচ্চশিক্ষিতের সংখ্যা, যাদের আমরা প্রফেশনালস বলে আজ্ঞায়িত করি তাদের সংখ্যা নিতান্তই কম নয়। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয়, তাদের মধ্যে খুবই কমসংখ্যক আছে যারা শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে আগ্রহী, বিশেষত অর্থনৈতিক ও ন্যায়নীতির বলয়ে থেকে। যার ফলে প্রতিষ্ঠান থাকলেও শিক্ষক বলতে যা বোঝায় তা তৈরিও হচ্ছে না এবং যারা চলে যাচ্ছেন তাদের স্থান পূরণ করার মতো কেউ আসছেন না। আমাদের প্রাথমিক স্তর বাদ দিলেও তার পরবর্তী স্তরগুলোর বেশিরভাগ বেসরকারি হলেও সেখানকার শিক্ষার্থী কিংবা শিক্ষক সমাজ চরম বৈষম্যের শিকার। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দেশের উপযোগী খুদরত-এ-খুদা শিক্ষানীতি রিপোর্ট দিয়েই বঙ্গবন্ধু সরকার তার বাস্তবায়নেরও চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার মৃত্যুর পর পরবর্তী সরকার কেবল ধারাবাহিকতাই রক্ষা করে গেছে এবং যা পরিবর্তনে এসেছে যেমন শিক্ষা কারিকুলাম পরিবর্তন, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, মূল্যায়ন ব্যবস্থার পরিবর্তন, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সঙ্গে শিক্ষকদের মূল বেতন বৃদ্ধি ইত্যাদি আওয়ামী লীগ সরকারের হাত ধরেই এসেছে। তার পরও শিক্ষকদের ক্যাডার-নন-ক্যাডার বৈষম্য, এমপিও-নন-এমপিও বৈষম্য, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকদের পদোন্নতি বৈষম্য এখন চরমে রয়েছে যা বিশ্ব শিক্ষক দিবসের অন্যতম আলোচনার বিষয়। ১৯৯৪ সালে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বেতন অন্যায়ভাবে সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষকের এক ধাপ নিচে নির্ধারণ করেন যার এখনো কোনো নিষ্পতি হয়নি অথচ প্রাথমিক পর্যায় বাদ দিলে বেসরকারি স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাই দেশে শিক্ষায় ৯০ ভাগেরও বেশি কাজ করে থাকেন। সেসব প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা হয় নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা সরকার বা দুটি উৎস থেকেই ভাতা কিংবা সবকিছু থেকেই বঞ্চিত। এ অবস্থায় সন্তুষ্টি কীভাবে আশা করা যায় । উচ্চশিক্ষায় সরকারি ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে অনেক বৈষম্য রয়েছে যা দূর করার দায়িত্ব সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন যাদের বাস্তবায়নের কোনো দায়িত্ব নেই। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ১০ লক্ষাধিক শিক্ষক বিশ্ব শিক্ষক দিবস ২০১৯ পালন করছে।

advertisement

জাতিসংঘের ঘোষণা মতে, তরুণদেরই আগামী দিনের শিক্ষকতায় নেতৃত্ব নিতে হবে কিন্তু সমস্যা হলো আদর্শ শিক্ষকের সন্ধান পাওয়া বা শিক্ষক তৈরি কীভাবে হবে? জর্জ বার্নাডশ তার ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান নাটকের একটি চরিত্রের মাধ্যমে ব্যঙ্গাত্মক সুরে বলেছিলেন, যে পারে সে করে, যে পারে না সে হয় শিক্ষক। শিক্ষকদের নিয়ে এসব নিরুৎসাহী প্রশ্নবোধক মন্তব্য আমাদের সমাজে একবারেই একটি প্রচলিত ধারণা। তদানীন্তন পাকিস্তান রাষ্ট্রে শিক্ষকদের নিয়ে একটি সুন্দর মতবাদ প্রায়ই শোনা যেত। যেমন পশ্চিম পাকিস্তান অংশের একটি গ্রামে যদি একজন সেনা ফৌজি কর্মকর্তা থাকত তখন যে গ্রামের লোকজন তাদের গৌরবান্বিত মনে করত। আর পূর্ব পাকিস্তান অংশের (বর্তমানে বাংলাদেশ) একটি গ্রামে যদি একজন শিক্ষক থাকত তখন সে গ্রামের লোকজন নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করত। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে এমেরিটাস অধ্যাপক মনজুর আহমেদ বলেন, সমাজের নানা পরিবর্তন সত্ত্বেও সমকালীন সমাজে শিক্ষকের একটি ভূমিকা বিলীন হয়ে যায়নি। শিক্ষক এখনো মানুষ গড়ার কারিগর। বর্তমান প্রজন্মেও শিশু, কিশোর ও তরুণদের ভবিষ্যতে নাগরিক, কর্মী ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্বের জন্য গড়ে তোলার গুরুদায়িত্বে শিক্ষকের ভূমিকাই প্রধান। শিক্ষকের এই ভূমিকাটি সমাজ জীবনের অন্য সব কাজের ক্ষেত্রেও অন্য পেশা থেকে ভিন্ন। এই সত্যটি আমরা উপলব্ধি করছি না। এজন্য সমাজ ও রাষ্ট্রের বড় মূল্য দিতে হচ্ছে। এই বিষয়গুলো আমাদের অনেক চিন্তার খোরাক জোগাচ্ছে। গত ৪ অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিক ও আইপিডিসির যৌথ প্রযোজনায় প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা ২০১৯ নামে একটি সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টেলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের ১২ জন শিক্ষককে সম্মাননা দেওয়া হয়। এর আগে সম্মানিত শিক্ষকদের জীবনের ওপর প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়, যা এক একটি সংগ্রামী জীবনের প্রতিচ্ছবি। দেশের এক হাজার শিক্ষকের মধ্যে থেকে যে ১২ জনকে বাছাই করা হয় তার মধ্যে যেসব নিয়ামক ছিল তা হলো বয়স, শিক্ষার মান, নৈতিকতা, ছাত্র সৃষ্টি ও ব্যক্তিত্ব। যেসব শিক্ষকের মাঝে নিয়োগ বাণিজ্যের আলামত পাওয়া গেছে তাদের সরাসরি অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছিল। সেসব সম্মাননা পাওয়া শিক্ষকদের যেভাবে সম্বোধন করা হয়েছে তা হলো ১. শুভ্রতার প্রতীক জগদীশ স্যার; ২. যাদের হাতে আলোর মশাল তারপদ দাস ৩. হাজারো শিক্ষার্থীর মা নাছিমা আক্তার ৪. সব ভালোর আগে একজন নিরুপা দেওয়ান ৫. স্বপ্নকে যিনি সত্যি করেছেন মফিজউদ্দিন ৬. মানুষ গড়ার কারিগর আবদুস সালাম ৭. বাধাকে যিনি জয় করেছেন আবুল হাশেম মিয়া ৮. জীবনের শিক্ষক মো. আবদুস কবির ৯. যার সুনাম দেশে ছড়িয়ে বিদেশে নুরুল আলম ১০. ভালোর চেষ্টায় অবিচল মো. শাহজাহান কবির ১১. স্বপ্নের পথে হেঁটে চলা লুৎফুন্নিসা খানম ও ১২. জীবনের অঙ্ক শিখিয়েছেন যিনি সফিকউল্লাহ। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যা শিক্ষা হলো তা হলো এখনো আশার আলো দেখার অনেক সুযোগ রয়েছে এবং আগামীতে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও প্রিয় শিক্ষক সম্মাননা কর্মসূচি চালু করার প্রস্তাব

এসেছে। এতে করে এর একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে শিক্ষক তৈরিতে। কারণ দক্ষ শিক্ষক ছাড়া দক্ষ ছাত্র তৈরি হয় না, এটা যেমন সত্যি তেমনই শিক্ষার মান শিক্ষকের মানকে ছাড়িয়ে যায় না এটাও সত্যি। বর্তমানে শিক্ষার মান ও প্রসার নিয়ে বিশ্লেষণ ও গবেষণা চলছে এবং ইউনেস্কো (২০১৪)-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ায় দেড় কোটি নতুন শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে, যার মধ্যে ৪০ লাখ প্রাথমিক পর্যায়ে এবং বাকি ১.১০ কোটি মাধ্যমিক পর্যায়ে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ায় শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত মানসম্মত শিক্ষার জন্য যথেষ্ট নয় এবং বাংলাদেশে শিক্ষক-ছাত্রের অনুপাত কখনো ৩৪ আবার কখনো ৩৮ যা শ্রীলংকায় ২৩.২; নেপালে ২৩.১; ভুটানে ২৬.৭; ভারতে ২৩.১ ; রাশিয়ায় ১৯.৮ ও চীনে ১৬.৩। ২০১৪ সালের একটি নমুনা জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আবশ্যিক বিষয়গুলোর জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষক নেই। গণসাক্ষরতা অভিযান (২০১৫)-এর সমীক্ষায় আগামী প্রজন্মের শিক্ষক সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশাগত প্রশিক্ষণ, শিক্ষণ-শিখনের পরিবেশ, শিক্ষকের অপ্রতুলতা, রুদ্ধদ্বার কর্মজীবন ও শিক্ষকের পারিতোষিক। এই ফলাফলগুলো যদি বাস্তবায়িত করা যায় তা হলে শিক্ষকের মান বাড়বে।

ড. মিহির কুমার রায় : ডিন, ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদ, সিটি ইউনিভার্সিটি